সমাজ পরিবর্তন প্রসঙ্গে গান্ধী

✱. সত্যাগ্রহ

'সত্যাগ্রহ' বলতে বোঝায় সত্যের প্রতি আগ্রহ বা অনুরাগ, এই অর্থে সত্যাগ্রহী হলেন সত্যের প্রতি অনুরাগী বা অনুসন্ধিৎসু। আমরা জানি সত্যাগ্রহ ব্রিটিশ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এই পথ বা পদ্ধতি যার ভিত্তি অহিংসা, এই সত্যাগ্রহের নীতি হল ভালবাসার নীতি, সত্যের শক্তিতে ভর করে বা সত্য বলে যাকে বিশ্বাস করি তাকে সামনে রেখে লড়ে যাওয়াই সত্যাগ্রহ। সুতরাং সত্য প্রমাণে লক্ষ্য এবং অহিংসা হল উপায়, অহিংসা কেবল হিংসা থেকে বিরত থাকা নয়, এর একটি সদর্থক ভালবাসার দিক আছে যা অন্যায়কারীরও ভাল করতে পিছপা নয়, আসলে সত্যাগ্রহ হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিশেষ ব্যক্তির প্রতি বৈরীভাব পোষণ নয়, কোনও রকম স্বার্থ বা বিদ্বেষকে ভর করে মানুষের ওপর অহিংসা বা কেবল হত্যা বা দৈহিক ক্ষতির সীমায় আবদ্ধ নয়, যে কোনও রকম বৈরীভাবই হিংসা, যা একমাত্র ভালবাসার মধ্য দিয়েই দূর করা যায়। এই অন্যায়কারীকে তার অন্যায় থেকে বিরত করতে তার প্রতি হিংসাত্মক হয়ে উঠাটা উচিত নয়, অহিংস উপায়ে তার নৈতিক বোধটি জাগরিত করার পদ্ধতিই সত্যাগ্রহ।

এই সত্যাগ্রহের বাইরের রূপটি হল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, গান্ধীজি কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথমেই সত্যাগ্রহকে ব্যবহার করার কথা বলেননি, প্রথমে আবেদন, কথাবার্তা ইত্যাদি নানান অহিংস মাধ্যম যখন ব্যর্থ হয় তখনই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রয়োগ। অসহযোগ, আইন অমান্য, ধর্না ইত্যাদি নানান রূপে এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়, আবার এই বাহ্যিক পথগুলি সারাই অবলম্বন করলে তারাই 'সত্যাগ্রহী' এমন বলা যাবে না, এমন ব্যক্তি সত্যাগ্রহী হবে তখনই যখন সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সঠিক নিজের বিবেকের নির্দেশে কাজে নামবে, শুধু কারো অনুগামী হলেই নয়। গান্ধীজি সত্যাগ্রহীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, যেমন —

① ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস ② সত্য, অহিংসা ও মানবসুলভের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস ③ পবিত্র জীবন যাপন এবং সাধকের জন্য জীবন ও সম্মান বিসর্জনে সদা প্রস্তুতি ④ ভারতবর্ষ মাদি নারিগান ও ভক্তজন কাটা ⑤ মাদক নেশা থেকে দূরে থাকা, শুদ্ধ ঋজুতায় ও লক্ষ্যে অবিচল মন ⑥ স্বেচ্ছায় নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলন ⑦ আত্মসম্মানে আঘাতকারী নিয়মগুলি দূরে ফেলে আর সব নিয়মগুলি মেনে চলা।

কেবল বিদেশী শাসনের সঙ্গে শান্তির অনন্তর বিরোধের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর, রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনোও বিশেষ সম্প্রদায়ের — এই রকম সমস্ত ধরনের বিরোধের সমাধানেই সত্যাগ্রহ অবশ্য অতি শক্তিশালী অস্ত্র আর কোনোও নঞর্থক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, হিংসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিংসা, সত্যাগ্রহের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যদি থাকে তা সদর্থক — নৈতিকতার বোধ ও ভালোবাসা বৃদ্ধি জাগিয়ে তোলা।